রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

লাইব্রেরী
11542

মঙ্গলবার, জুলাই ৩১, ১৯৯০

৫ম খন্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৩১শে জুলাই, ১৯৯০/১৫ই শ্রাবণ, ১৩৯৭

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনগুলি ৩১শে জুলাই, ১৯৯০ (১৫ই শ্রাবণ, ১৩৯৭) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্দ্বারা এই আইনগুলি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

১৯৯০ সনের ৫২ নং আইন

Bangladesh Handloom Board Ordinance, 1977 এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে Bangladesh Handloom Board Ordinance, 1977 (LXIII of 1977) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা।**— এই আইন The Bangladesh Handloom Board (Amendment) Act, 1990 নামে অভিহিত হইবে।

২। **Ord. LXIII of 1977 এর section 8 এর সংশোধন।**— Bangladesh Handloom Board Ordinance, 1977 (LXIII of 1977), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এর section 8 এ—

(ক) clause (d) এর "weavers' co-operative societies" শব্দগুলির পরিবর্তে "weavers' societies" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) clauses (g), (h), (i) এবং (k) তে "weavers' co-operatives" শব্দগুলি, যেখানেই উল্লিখিত হউক, এর পরিবর্তে "weavers' societies" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। Ord. LXIII of 1977 এ নূতন section 8A এর সন্নিবেশ।- উক্ত Ordinance এর section 8 এর পর নিম্নরূপে নূতন section 8A সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"8A. Registration etc. of weavers' societies.— Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, any primary, secondary or apex weavers' society as mentioned in section 8 shall be formed, registered, inspected and controlled in such manner as may be prescribed".

১৯৯০ সনের ৫৩ নং আইন

নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউট স্থাপনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউট নামে একটি ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। সংক্ষিপ্ত শিরনাম।— এই আইন নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউট আইন, ১৯৯০ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।— বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) "ইনষ্টিটিউট" অর্থ এই আইনের অধীন স্থাপিত নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউট;

(খ) "চেয়ারম্যান" অর্থ ইনষ্টিটিউটের পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(গ) "বোর্ড" অর্থ ইনষ্টিটিউটের পরিচালনা বোর্ড;

(ঘ) "মহা-পরিচালক" অর্থ ইনষ্টিটিউটের মহা-পরিচালক;

(ঙ) "সদস্য" অর্থ বোর্ডের সদস্য।

৩। নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউট স্থাপন।— (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউট নামে একটি ইনষ্টিটিউট স্থাপন করিবে।

(২) ইনস্টিটিউট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহার নামে উহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা উহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয়।— ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় ফরিদপুর থাকিবে এবং উহা প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, যে কোন স্থানে শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। পরিচালনা ও প্রশাসন।— (১) ইনস্টিটিউটের পরিচালনা ও প্রশাসন একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ইনস্টিটিউট যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) ইনস্টিটিউট উহার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নীতি অনুসরণ করিবে।

৬। পরিচালনা বোর্ড।— (১) পরিচালনা বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন ;

(খ) চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, ফরিদপুর ;

(গ) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন জাতীয় সংসদ সদস্য ;

(ঘ) সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব ;

(ঙ) নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব ;

(চ) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

(ছ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান

(জ) সরকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন পানি সম্পদ প্রকৌশলী/বিজ্ঞানী ;

(ঝ) নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহা-পরিচালক, যিনি উহার সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা ১(জ) এর অধীন মনোনীত সদস্যদ্বয় তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে দুই বৎসরের মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই কোন কারণ না দর্শাইয়া উক্তরূপ কোন সদস্যকে যে কোন সময় তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কোন সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

৭। ইনস্টিটিউটের কার্যাবলী।—ইনস্টিটিউটের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) নদী প্রশিক্ষণ, নদীর ভাংগন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ ও পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনে নকশা প্রণয়নের জন্য এবং নদী কৌশল, নদীর পলল নিয়ন্ত্রণ, নদীর মোহনা ও জোয়ার ভাটা সম্পর্কিত গবেষণা কাজে ভৌত মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা ;

(খ) পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য নদীর পানি প্রবাহ এবং পানি বিভাজন এলাকা, পানি বিজ্ঞান, ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার এবং পরিবেশগত বিষয়াদি বিশেষতঃ লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং পানির গুণাগুণ সম্পর্কে গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা ;

(গ) নদী প্রশিক্ষণ, নদীর ভাংগন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ ও পানি নিষ্কাশনের জন্য নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত উপকরণ পরীক্ষা এবং নির্মাণ কাজের মানের তদন্ত ও মূল্যায়ন করা ;

(ঘ) উপরিউল্লিখিত বিষয়সমূহে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং তৎসংশ্লিষ্ট কারিগরী বিষয়ে সাময়িকী ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা ;

(ঙ) উপরিউল্লিখিত কোন বিষয় সম্পর্কে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান করা ;

(চ) উহার কার্যাবলীর মত একই প্রকার কার্যে নিয়োজিত অন্য কোন দেশী বা বিদেশী সংস্থার সহিত সহযোগিতা করা এবং যৌথ কার্যক্রম পরিচালনা করা ;

(ছ) উপরিউক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৮। বোর্ডের সভা।— (১) এই ধারায় অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ডের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) বোর্ডের সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য পাঁচজন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৫) বোর্ডের প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) শুধুমাত্র কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা হইবে না।

৯। কমিটি।—বোর্ড উহার দায়িত্ব পালনে উহাকে সহায়তাদানের জন্য এক বা একাধিক কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবে।

১০। **ইনষ্টিটিউটের তহবিল।**— (১) ইনষ্টিটিউটের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথাঃ—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ;

(খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ;

(গ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে গৃহীত ঋণ ;

(ঘ) ইনষ্টিটিউটের সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ ;

(ঙ) অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) এই তহবিল ইনষ্টিটিউটের নামে কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হইবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এই তহবিল হইতে অর্থ উঠানো যাইবে।

(৩) এই তহবিল হইতে ইনষ্টিটিউটের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৪) ইনষ্টিটিউট এই তহবিল সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন খাতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

১১। **বাজেট।**— ইনষ্টিটিউট প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে ইনষ্টিটিউটের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন উহার উল্লেখ থাকিবে।

১২। **হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।**— (১) ইনষ্টিটিউট যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর ইনষ্টিটিউটের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও ইনষ্টিটিউটের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ইনষ্টিটিউটের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং ইনষ্টিটিউটের কোন সদস্য বা যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

১৩। **প্রতিবেদন।**— (১) প্রতি বৎসর ৩০শে জুনের মধ্যে ইনষ্টিটিউট তৎকর্তৃক পূর্ববর্তী বৎসরের সম্পাদিত কার্যাবলীর খতিয়ান সম্বলিত একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার প্রয়োজনমত ইনষ্টিটিউটের নিকট হইতে যে কোন সময় ইনষ্টিটিউটের যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন এবং বিবরণী আহ্বান করিতে পারিবে এবং ইনষ্টিটিউট উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৪। মহা-পরিচালক।— (১) ইনষ্টিটিউটের একজন মহা-পরিচালক থাকিবেন।

(২) মহা-পরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৩) মহা-পরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে মহা-পরিচালক তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে শূন্য পদে নব নিযুক্ত মহা-পরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা মহা-পরিচালক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি মহা-পরিচালক রূপে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) মহা-পরিচালক ইনষ্টিটিউটের সার্বক্ষণিক মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি—

(ক) বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন ;

(খ) বোর্ডের নির্দেশ মোতাবেক ইনষ্টিটিউটের অন্যান্য কার্য সম্পাদন করিবেন।

১৫। কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ।— ইনষ্টিটিউট উহার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৬। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজ কর্ম রক্ষণ।— এই আইন বা কোন বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য বোর্ড বা কোন সদস্য বা মহা-পরিচালক বা ইনষ্টিটিউটের অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

১৭। ক্ষমতা অর্পণ।— বোর্ড উহার যে কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট শর্তে চেয়ারম্যান বা অন্য কোন সদস্য বা মহা-পরিচালক বা ইনষ্টিটিউটের অন্য কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

১৮। জনসেবক।— চেয়ারম্যান, অন্যান্য সদস্য, মহা-পরিচালক এবং প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ Penal Code (Act XLV of 1860) এর section 21 এ public servant (জনসেবক) কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সে অর্থে public servant (জনসেবক) বলিয়া গণ্য হইবেন।

১৯। ইনষ্টিটিউট দোকান ইত্যাদি হিসাবে গণ্য হইবে না।— আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ইনষ্টিটিউট Shops and Establishments Act, 1965 (E. P. Act VII of 1965), the Factories Act, 1965 (E. P. Act IV of 1965) বা the Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXIII of 1969) এর তাৎপর্যাধীন "shop", "commercial establishment", "factory" বা "industry" বলিয়া গণ্য হইবে না।

২০। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।— এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২১। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।— এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা কোন বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহমান
সচিব।

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
খোন্দকার মাহফুজুল করিম, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।